বাইবেল অর্থ সম্পর্কে কি বলে

বাইবেল আপনাকে অর্থ সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয় এই অধ্যয়ন তা বুঝতে সাহায্য করবে। আপনি এটি নিজেই বা ছোট দলের সাথে অধ্যয়ন করতে পারেন। সময় নিয়ে বিবেচনা করুন এটি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে এবং পরিচর্য্যায় কিভাবে প্রযোজ্য।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। উল্লেখিত শাস্ত্রাংশ গুলিতে আপনি উত্তরগুলি পাবেন। বিশদ ভাবে বুঝতে, বাইবেল পদগুলি পড়ুন।

১. আমাদের সমস্ত (অর্থ) সমস্যার সমাধান কি? (মথি ৬:৩৩; লূক ১২: ৩৩-৩৪; ১ তীমথিয় ৬: ১৭-১৯)

২. আমরা যখন ঈশ্বর কে খোঁজার থেকে বেশি অর্থকে খুঁজি তখন কি হয়? (উপদেশক ৫:১০-১১; ১ তীমথিয় ৬:১০; মথি ৬:২৪; কলসীয় ৩:৫; যাত্রা ২০:৪-৬)

৩. দশমাংশ কি? আমাদের দশমাংশ কাকে দেওয়া উচিত? (আদিপুস্তক ২৮:২২খ; মালাখি ৩:৮-১২; মথি ২২:২১)

৪. আমদের ঘুষ দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু আমাদের কর দেওয়া উচিত কেন? (যাত্রাপুস্তক ২৩: ৮; হিতোপদেশ ১৫:২৭; মথি ২২:১৭-২২; রোমীয় ১৩:৬-৭)

৫. বাইবেল ঋণ সম্পর্কে কি বলে? (রোমীয় ১৩: ৮; হিতোপদেশ ২২:৭)

৬. বাইবেল দরিদ্রদের সাহায্য করার বিষয়ে কি বলে? (দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:১০; হিতোপদেশ ১৯:১৭; লূক ৬:৩৪-৩৬; লূক ১২:৩৩-৩৪; ২ করিন্থীয় ৯:৬-১২; ১ যোহন ৩:১৭)

৭. বিনিয়োগ করার বিষয়ে বাইবেল আমাদের কি বলে? (লূক ৮:১-৩; যাকোব ৫:১-৪; ৩ যোহন ৫-৮)

৮. মণ্ডলীর নেতারা এবং পরিচর্য্যাকারীরা কেন তাদের প্রাপ্ত উপহারের থেকে দশমাংশ প্রদান করবেন? (গণনা ১৮:২৬-২৯; ১ তীমথিয় ৩:১-৫)

ধ্যানের বিষয় গীতসংহিতা ২৩:১, ঈশ্বর আপনাকে তাঁর বাক্যের মাধ্যমে যা দেখিয়েছেন সেই বিষয়ে প্রার্থনা করুন ও তাতে সাড়া দিন।

প্রতি-উত্তর: বাইবেল অর্থ সম্পর্কে কি বলে

১. আমাদের সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কি? (মথি ৬:৩৩; লূক ১২:৩৩-৩৪; ১ তীমথিয় ৬:১৭-১৯)

যখন আমরা যীশুকে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রথম স্থান দিই, যখন আমরা সত্যই যীশুকে আমাদের জীবনের প্রভু করব - তিনি আমাদের পৃথিবীস্থ এবং অনন্ত জীবনের সমস্ত প্রয়োজন যোগাবেন।

২. আমরা যখন ঈশ্বর কে খোঁজার থেকে বেশি অর্থকে খুঁজি তখন কি হয়? (উপদেশক ৫:১০-১১; ১ তীমথিয় ৬:১০; মথি ৬:২৪; কলসীয় ৩:৫; যাত্রা ২০:৪-৬)

অর্থ খোঁজার ফলে যখন আপনি অর্থ লাভ করেন ,তখন ঐ অর্থ আপনার জীবনে দুঃখ বয়ে নিয়ে আসবে। অর্থকে ঈশ্বরের থেকে বেশি প্রাধান্য দিলে তা প্রতিমা পুজার সমান।

৩. দশমাংশ কি? খ্রীষ্টিয়ানরা কাকে দশমাংশ দেবে? (আদিপুস্তক ২৮:২২খ; মালাখি ৩:৮-১২; মথি ২২:২১)

দশমাংশ হল (১/১০, ১০%) আপনার সমস্ত আয়ের ও উৎপাদনের দশ ভাগের এক ভাগ (কর এবং পরিবারের সমস্ত খরচের আগে) । অব্রাহাম এবং তাঁর সন্তানেরা (ইস্রায়েলের পূর্বপুরুষেরা) যেমন যাকোব, তার উৎপাদনের এবং আয়ের দশমাংশ দিয়েছিলেন। দশমাংশ হচ্ছে ঈশ্বরের এবং খ্রীষ্টিয়ানদেরও উচিত ঈশ্বরকে দশমাংশ দেওয়া। আমরা যে স্থানীয় মণ্ডলীর সদস্য সেখানে আমাদের মোট আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ দিয়ে তা করি। আপনি যদি দোকানদার বা অন্য ব্যবসায়ের মালিক হন তা হলে আপনার দশমাংশ হবে কর্ দেওয়ার আগের মুনাফার (লাভ্যাংশের)উপর। ঈশ্বর খ্রীষ্টিয়ানদের যে মণ্ডলীতে রেখেছেন সেখানেই দশমাংশটি দেওয়া উচিত। দশমাংশটি অন্য পরিচর্য্যায় বা ভালো কাজে দেওয়া উচিত নয় - আপনি যদি তাদের সাহায্য করতে চান, তবে দশমাংশ থেকে আলাদা এবং অতিরিক্ত একটি পরিমান উপহার রূপে দিতে পারেন।

৪. আমদের ঘুষ দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু আমাদের কর দেওয়া উচিত কেন? (যাত্রাপুস্তক ২৩: ৮; হিতোপদেশ ১৫:২৭; মথি ২২:১৭-২২; রোমীয় ১৩:৬-৭)

আমাদের সর্বপ্রথমে ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হওয়া উচিত এবং দেশের আইনের কাছেও। যে জগতে আমরা বাস করি সেখানে ঘুষ দেওয়াটা স্বাভাবিক মনে হতে পারে, কিন্তু তা ভুল। ঘুষ মিথ্যা চারিতার একটি রূপ এবং সত্যকে বিকৃত করে। বাইবেল আমাদের বলে ঘুষ দেওয়া বা চাওয়া অনুচিত। কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে বলেন কর দিতে যেন সরকারী কর্মীদের বেতন দেওয়া যায় এবং তারা যেন আমাদের আরও ভাল পরিসেবা দিতে পারে।

৫. বাইবেল ঋণ সম্পর্কে কি বলে? (রোমীয় ১৩: ৮; হিতোপদেশ ২২:৭)

যখন ঋণ নিই তখন আমরা আত্মীক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। লোকেরা সাধারণতঃ ঋণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যখন তারা দশমাংশ দেয় না এবং এমন সব জিনিস কেনা কাটা করে যেটা তাদের প্রয়োজন নেই। যখন কোনও ব্যক্তি প্রচুর ঋণে থাকে, তার মূল্যবোধ এবং ভবিষ্যতের প্রত্যাশা নিম্নমুখী হয়ে যায়, তারা অন্যের প্রয়োজনের প্রতি অ-সংবেদনশীল হয়ে পড়ে- ব্যক্তি দুঃশ্চিন্তার ফাঁদে আটকে পড়ে। ঋণের দাস এবং তারা যাদের কাছ থেকে ধার নিয়েছিল তাদের দাস হয়ে পড়ে।

৬. বাইবেল দরিদ্রদের সাহায্য করার বিষয়ে কি বলে? (দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:১০; হিতোপদেশ ১৯:১৭; লুক ৬:৩৪-৩৬; লুক ১২:৩৩-৩৪; 2 করিন্থীয় ৯:৬-১২; ১ যোহন ৩:১৭)

বাইবেল আমাদের দরিদ্রদের সাহায্য করার, অভাব গ্রস্থদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার এবং তাদেরকে ঋণ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়, যাদের কাছ থেকে ফেরত পাবার প্রত্যাশা নেই। দরিদ্রদের সাহায্য করা অন্যতম একটি বিষয় যেটা আমরা করতে পারি অনন্তকালীন প্রত্যাশা পূরনের জন্য। আমরা বিশ্বাসীরা দরিদ্রদের সাথে কি রকম ব্যবহার করছি সেটা যীশু এই

যুগের শেষে বিচার করবেন। দরিদ্রদের দান করার প্রতিদান ঈশ্বর আমাদেরকে দেবেন। তিনি আপনাকে আর্থিক ভাবে হয়তো প্রতিদান দেবেন না। আপনি হয়তো ধনী হতে পারবেন না। যাই হোক, তিনি আপনাকে সমস্ত ধরণের আশীর্বাদ দেবেন যা আপনাকে, আপনার আহ্বান পূর্ণ করতে এবং তাঁর রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে। আপনি যা দেবেন ঈশ্বর তার থেকে বেশি দিয়ে পূর্ণ করবেন। অন্যকে মুক্ত হস্তে দান করার জন্য আপনার যা প্রয়োজন ঈশ্বর নিশ্চিত ভাবে তার থেকে বেশি দিয়ে রাখবেন। আপনি যদি তাঁকে সুযোগ দেন, ঈশ্বর আপনাকে অন্যের জন্য আশীর্বাদের নদী করবেন এবং সেটা ঈশ্বরকে গৌরব ও মহিমা দেবে।

৭. বাইবেল আমদের কোথায় বিনিয়োগ করতে বলে? (লূক ৮:১-৩; যাকোব ৫:১-৪; ৩ যোহন ৫-৮)

আমাদের উচিত দরিদ্র ও অভাব গ্রস্থদের সাহায্য করা (যেমন আমরা উপরের উল্লেখিত প্রশ্নগুলিতে দেখলাম)। যীশু আমাদের সমস্ত জগতে (প্রতিটি ব্যক্তির) কাছে সুসমাচার পৌছে দেবার, শিষ্য তৈরী করার এবং পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পরিচর্য্যায় প্রতিটি বিনিয়োগ ও বৃদ্ধি এবং প্রভূ যীশুতে প্রতিটি লোকের উন্নতিতে তাদের ও আপনাদের জন্য অনন্তকালীন লাভ আছে। আপনি যদি নিজে যেতে না পারেন তাহলে আপনি বন্ধুত্ব, আতিথেয়তা, অর্থ এবং প্রার্থনা দ্বারা অন্যকে সাহায্য করতে পারেন।

৮. মণ্ডলীর নেতারা এবং পরিচর্য্যাকারীরা যে উপহার পান সেখান থেকে তারাও দশমাংশ প্রদান করবেন কেন? (গণনা ১৮:২৬-২৯; ১ তীমথিয় ৩:১-৫)

মণ্ডলীর নেতাদের এবং খ্রীষ্টিয় পরিচর্য্যাকারীদেরও আগে তাদের আয়ের থেকে দশমাংশ দেওয়া প্রয়োজন, যেমন ব্যবসায়ীরা কর দেবার আগে তাদের লাভ্যাংশ থেকে দশমাংশ দেবেন। তারা মণ্ডলীর কাছে আর্দশ। অবশ্যই অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের সৎ এবং উন্মুক্ত হতে হবে। (এমনকি মণ্ডলীর বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব সমস্ত সদস্যদের সামনে উপলব্ধ রাখতে হবে)।

দশমাংশ না দেওয়ার কারনে প্রস্তাবিত অনুতাপের প্রার্থনা 1

"প্রিয় স্বর্গীয় পিতা, আমি স্বীকার করি যে পৃথিবী এবং স্বর্গের সমস্ত কিছুই আপনার। আমার যা কিছু আছে আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি। আপনি আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে এই দশমাংশ পবিত্র এবং এটি আপনার। আমি দুঃখিত যে আমি আপনার দশমাংশ আপনাকে ফিরিয়ে দিই নি (মালাখি ৩:৮-১২)। আপনার অধিকারের অংশ নিজের কাছে ধরে রাখার জন্য আমি অনুতপ্ত। অনুরোধ করি আমায় ক্ষমা করুন। আজ থেকেই আমি আমার আয়ের সম্পূর্ণ দশমাংশ আপনাকে দেওয়ার অঙ্গীকার করছি। অতীতের না দেওয়া দশমাংশের ভুল থেকে আমি নিজেকে আপনার অনুগ্রহ দ্বারা মুক্ত করি। ধন্যবাদ পিতা আপনার বাক্য বলে যে 'আমার জন্য তোমার সংকল্প সকল মঙ্গলের, অমঙ্গলের নয়', (যিরমিয় ২৯:১১) এবং আপনি আমার সপক্ষ হয়ে ধ্বংশকারীকে অনুযোগ করবে। ধন্যবাদ পিতা, অনুগ্রহ করে আমাকে অন্যদের কাছে এবং আপনার রাজ্যের অগ্রগতির জন্য অর্থনৈতিক আশীর্বাদের নদী কর। যীশুর নামে, আমেন। "

1 Clive Pick: *The Revelation of Financial Renewal*, 1998, New Wine Ministries.